হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১০, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

"প্রকৃত ধর্মের ধারণা তোমাদের নেই। ব্যক্তির মস্তিস্কপ্রসূত মতবাদকে তোমরা ধর্ম বলে ভাবতে অভ্যস্ত। শক্তি দিয়ে এই মতবাদের প্রচার-প্রসার ঘটানোকেই তোমরা ধর্মের কাজ বলে মনে করছো। এতো ধর্মপ্রচারের পর আজ সারা পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবার আশঙ্কায় মানুষ আতঙ্কিত। হিন্দু ধর্মের মানুষদের দ্বারা কিন্তু কেউ আতঙ্কিত হচ্ছে না।" —শিবপ্রসাদ রায়

কলকাতা হাইকোর্টের
হিন্দুঘাতক রায়

আর কেউ বাকী থাকল না। শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টও হিন্দুদের ক্ষতিসাধনে হাত লাগাল। এক অবিশ্বাস্য রায়ে কলকাতা হাইকোর্ট ভারতের সংবিধানকে পদদলিত করে হিন্দুর চরম সর্বনাশ করল। হাইকোর্টের দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এমন এক অদ্ভুত রায় দিলেন, যার ফলে যে কোন নাবালক বা নাবালিকা মা-বাবার অনুমতি ছাড়াই ধর্মান্তরিত হয়ে যেতে পারবে—যা স্পষ্টতঃই সংবিধান বিরোধী। বেঞ্চের দুই মহামান্য বিচারপতি রায় দেওয়ার সময় একথা ভেবেও দেখলেন না যে, মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে তো ১৫ বছরের মেয়ের বিয়ে হতে পারে, কিন্তু তার মা-বাবার (আইনতঃ অভিভাবক) অনুমতি ছাড়া তাকে ধর্মান্তরিত কি করে করা যায়? যারা এই অপকীর্তি, চূড়ান্ত বেআইনী কাজ করল, সে সম্বন্ধে বিচারপতিরা চোখ বুজে থাকলেন? আশ্চর্য্য! এখানে আনন্দবাজার পত্রিকার ১৭ ডিসেম্বর' ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত সংবাদটি তুলে দিচ্ছি ঃ

নাবালিকা, তবু ধর্মান্তরে বিয়ে বহাল হাইকোর্টে

নিজস্ব সংবাদদাতা : পাত্রীর বয়স ১৫, তবু বিয়ে অবৈধ বলল না কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি পিনাকী ঘোষ ও বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার মেয়েটির স্বামী শাহিদুলের আগাম জামিন মঞ্জুর করে বলে, বিয়ের আগে অনিতা রায় ধর্মান্তরিত হন। ফলে মুসলিম আইন অনুযায়ী ধর্মান্তরিত অনিতা ও শাহিদুলের বিয়ে বেআইনি নয়। এখন শাহিদুলের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করা যায় না। বহরমপুর আদালত শাহিদুলের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল।

বহরমপুরের বকুলতলার বাসিন্দা শুভেন্দু রায়ের মেয়ে অনিতা। শুভেন্দুবাবু ব্যবসায়ী এবং একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা। শাহিদুলের আইনজীবী রাজীবলোচন চক্রবর্তী বলেন, ১৪ অক্টোবর অনিতা ও শাহিদুল

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

কচুয়ায় কালীমন্দির অপবিত্র
এলাকায় উত্তেজনা

কাঁকড়া মন্দিরে দগ্ধ কালী মূর্তি। ইনসেটে প্রতিমার আগের রূপ।

বাংলার বিখ্যাত লোকনাথ তীর্থ কচুয়া। উঃ ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট থানার কচুয়া অঞ্চলে বাবা লোকনাথ মন্দির থেকে মাত্র ২ কি.মি. দূরে কাঁকড়া গ্রামের শ্মশানের পাশে আছে মা কল্যাণময়ী কালীমন্দির। এলাকার হিন্দুদের অনন্য ভক্তি এই মন্দিরে। ডিসেম্বর মাসে প্রথম সপ্তাহে এই কালীমন্দিরে দেবীমূর্তির সোনার গহনা, রূপোর মুকুট ও পিতলের চালি চুরি হয়ে যায়। পুলিশ কোন জিনিস উদ্ধার করতে পারেনি। তারপর গত ১৬-ই ডিসেম্বর দুষ্কৃতকারীরা ঢুকে শ্মশানের চ্যালাকাঠের আগুন দিয়ে মা কালীর মূর্তি পুড়িয়ে দেয়। পাথরের মূর্তির সমস্ত কাপড় পুড়ে যায়। তারপর বিবস্ত্র মূর্তির গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস দিয়ে দড়ি ছাদের সিলিংয়ে বেঁধে দেয়। ১৭ ডিসেম্বর ভক্তরা এসে ওই দৃশ্য থেকে প্রচণ্ড ব্যথিত ও উত্তেজিত হয়। সাবান জল দিয়ে পাথরের মূর্তিকে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। তবু প্রতিমার একটি নির্দিষ্ট স্থানে এমনভাবে পুড়িয়েছে যে, সেই অংশের কালো দাগ অনেক চেষ্টা করেও পরিষ্কার করা যায় না। কচুয়া অঞ্চল ও কাঁকড়া গ্রাম হিন্দু মুসলমানের মিশ্র এলাকা, হিন্দু দেবীমূর্তির এইরকম অপমান ও অপবিত্র হওয়ায় হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তারা রাস্তা অবরোধ করে ও বসিরহাট থানায় বিক্ষোভ দেখায়। এলাকার সিপিআই বিধায়ক নারায়ণ

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

হাওড়া জেলা পাকিস্তানে পরিণত হচ্ছে

১৩ই ডিসেম্বর রবিবার ছাগল চুরির অজুহাতে হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ইসলামপুর অঞ্চলের মানিকপীর গ্রামে মুসলমানরা তাণ্ডব চালায়। ১৩ই ডিসেম্বরের দুইদিন আগে এবং বিধবা মহিলা পঞ্চী সানার একটি ছাগল ঐ গ্রামের মুসলমান পাখি শাহ-র ছেলে চুরি করে নিয়ে আসার সময় গ্রামের লোক ধরে ফেলে। ছেলেটিকে আটক করে তার বাড়ীতে খবর দেয়। ছেলেটির বাবা এসে মিটমাট করে ছেলেকে নিয়ে চলে যায়। তার দুইদিন পর ১৩ই ডিসেম্বর সকালে ঐ বিধবা মহিলা এবং তার ভাশুরপো মানিকপীর বাজারে এলে মুসলমান যুবকেরা মারধোর করে এবং হিন্দু পাড়াতে ইট লাঠি নিয়ে তাড়া করে। ঐ পাড়ার হিন্দুরা রুখে দাঁড়ালে মুসলমানরা পিছু হটে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশের প্রায় ১০টি মসজিদ থেকে মাইকে ঘোষণা করে যে হিন্দুরা মসজিদে আক্রমণ করে ভেঙে দিচ্ছে। তখনই বাঁটু শাহ, পাখি শাহ, সাকুনি শাহ, বাবলু শাহ, নুরেল শাহ, বান্টু কিবরিয়া, কুদুস শাহর নেতৃত্বে ১০০০ এরও বেশী মুসলমান ৩০টি হিন্দু দোকান লুঠপাট ও ভাঙচুর করে। পরিবর্তে হিন্দুরা মুসলমানদের কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করে। জগৎবল্লভপুর এবং পাঁচলা থানার পুলিশ এসে যায়। কয়েক হাজার মুসলমান হিন্দু এলাকা ঘিরে ফেলে, নয়াচক যদুনাথ স্কুলের হোস্টেলের ছেলেদের উপর চড়াও হয়। পুলিশ হিন্দু গ্রামবাসী ও হোস্টেলের ছেলেদের বাঁচানোর জন্য মুসলমানদের উপর গুলি চালাতে বাধ্য হয়। এতে কয়েকজন আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়, রাণীহাটি আমতা রোডে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পার্শ্ববর্তী হিন্দু গ্রামগুলি থেকে পুলিশ ১৪ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে, ২৪ জনের নামে কেস দেয়। সি.পি.এম., তৃণমূল, কংগ্রেস সমস্ত দলের মুসলিম নেতারা এক হয়ে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

ইসলামপুর মৌজার মুসলমানরা গত ২৩/০৮/০৯ তারিখে হিন্দুদের দেবোত্তর ৬ শতক জায়গা দখল করতে চায়। হিন্দুরা ২৪ তারিখে জগৎবল্লভপুর থানায় ডায়েরী করে। রাত্রি ১২.৩০ টায় ঘটনাস্থলে তদন্ত করে হিন্দুদেরকে আইনের আশ্রয় নিতে উপদেশ দেন। ২৫ তারিখে কোর্টের আদেশ অমান্য করে জে. বি. পুর থানার পুলিশ মুসলমানের সাহায্যে ঐ ৬ শতক দেবোত্তর স্থান জোরপূর্বক ১ ফুট উঁচু করে ইট দিয়ে ঘিরে দেয়।

গত ২৮শে নভে: মুসলমানরা বনহরিশপুর হাইস্কুলে জোর করে নবী দিবস পালন করে। এর প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা B.D.O. অফিসে ডেপুটেশন দিতে গেলে গণ্ডগোল হয়, সুজয় ঘোষ সহ কয়েকজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। ইতিমধ্যেই পাঁচলা ও জগৎবল্লভপুর ব্লকে মুসলিম জনসংখ্যা যথাক্রমে ৪৫% ও ৩০% হয়ে গিয়েছে।

হিন্দু সংহতি-র
দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে
বিরাট হিন্দু সমাবেশ
১৪-ই ফেব্রুয়ারী '২০১০, রবিবার বেলা ১টায়
স্থান ঃ শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, কলকাতা
প্রধান অতিথি ঃ **শ্রী প্রমোদ মুতালিক,** সভাপতি, শ্রীরামসেনা, কর্ণাটক
মুখ্য বক্তা ঃ **শ্রী তপন কুমার ঘোষ,** সভাপতি, হিন্দু সংহতি
শ্রী সুনীল দেওধর, এক্সি. ডিরেক্টর, ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস্ ফাউন্ডেশন, **বম্বে**
শ্রী শৈলেন্দ্র জৈন, দিল্লী। **শ্রী বিনোদ যাদব,** বিহার

আমাদের কথা

এবার ১৪-ই ফেব্রুয়ারী আসছেন প্রমোদ মুতালিক

আগামী ১৪-ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। অর্থাৎ দুবছর পূর্ণ হচ্ছে এই দিনটিতে। প্রতিষ্ঠার মাত্র দু-বছরের মধ্যে সমাজে এতখানি আশার সঞ্চার করতে পেরেছে এই সংগঠন যা এককথায় অভূতপূর্ব। বাংলার হিন্দুর ভাগ্য এখন মেঘাচ্ছন্ন, রাহুগ্রস্থ। কে বঁচাবে আজ হিন্দুকে? আছে কি কোন কৃষ্ণ, যে গোকুলে বাড়ছে বাংলার নিপীড়িত হিন্দুকে বাঁচানোর জন্য, বাঙালী হিন্দুকে আর একবার রিফিউজী হওয়ার হাত থেকে পরিত্রাণে জন্য! হিন্দু সংহতি বাংলার হিন্দুকে বাঁচাতে পারবে কিনা, তা তো ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু মানুষ যেমন ডুবন্ত অবস্থায় খড়কুটো ধরেও বাঁচতে চায়, ঠিক তেমনি করে বাংলার হিন্দুরা বিপুল আগ্রহে হিন্দু সংহতিকে আঁকড়ে ধরছে। কারণ, আর কেউ নেই। তাই হিন্দু সংহতি বিপুল জনসমর্থন ও সহযোগিতা পাচ্ছে। তাই তো আমরা এত ছোট হয়েও, বয়সে এত নবীন হয়েও এতবড় কর্মযজ্ঞ চালাতে পারছি।

২০০৮ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারী কলকাতার ভারত সভা হলে মনীষীদের আশীর্বাদ নিয়ে যখন আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তখন আমাদের ডাকে এসেছিল ৪০০ লোক। এক বছর পর আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এসেছিল পাঁচ হাজার। এই গতি আমরা ধরে রাখতে পারলে নিশ্চয় বাংলার হিন্দুকে বাঁচাতে পারব। পারব পশ্চিমবঙ্গের বুকে আর একটা পাকিস্তান তৈরী করার চক্রান্ত রুখতে।

আমাদের এই কাজে উৎসাহ দিতে এবার আসছেন দক্ষিণ ভারতের আপোষহীন লড়াকু হিন্দু নেতা, শ্রীরাম সেনা-র সভাপতি শ্রী প্রমোদ মুতালিক। এছাড়া আসছেন বম্বে থেকে My Home India-সংস্থার ডিরেক্টর শ্রী সুনীল দেওধর। বাংলার বিশিষ্ট সাধু সন্ন্যাসী ও হিন্দু নেতৃত্ব তো থাকছেনই। ১৪-ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার বেলা ১-টায় কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হিন্দু সংহতির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি জোর কদমে শুরু হয়ে গেছে।

প্রথম পাতার শেষাংশ

কলকাতা হাইকোর্টের হিন্দুঘাতক রায়

পালিয়ে যান। পরের দিন অনিতা ধর্মান্তরিত হন। তার পরে তাঁরা বিয়ে করেন। ২০ অক্টোবর শুভেন্দুবাবু পুলিশ নিয়ে শাহিদুলের বাড়ি গিয়ে অনিতাকে তুলে আনেন।

সেই থেকে শাহিদুল পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। শাহিদুল বহরমপুরে আদালতে আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন। নিম্ন আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। তিনি তখন কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেন। এ দিন হাইকোর্ট তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম মেয়েকে বিয়ে করা যায় না। কিন্তু মুসলিম বিবাহ আইনে ১৫ বছরের মেয়েকে বিয়ে করা যায়। শাহিদুল ও অনিতা মুসলিম বিবাহ আইনে বিয়ে করেছেন। **[সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭/১২/০৯]**

এই রায়ের ফলে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতে মুসলিম দুষ্কৃতকারীরা বলপূর্বক অথবা প্রলোভন দিয়ে বা ধোকা দিয়ে যে কোন হিন্দু নাবালিকাকে তুলে নিয়ে যাবে, তাকে জোর করে ধর্মান্তরিত করবে, তার ফলে আইনের আশ্রয় নিয়ে আর তাকে উদ্ধার করা যাবে না। কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ে আমাদের আপত্তি ১৫ বছরের নাবালিকাকে বিয়ে কিভাবে করল এ নিয়ে নয়। আমাদের আপত্তি, ১৫ বছরের নাবালিকাকে ধর্মান্তরিত কিভাবে করল, এ নিয়ে। এই রায়ের দ্বারা স্বাধীন ভারতে সভ্য আইনকে বাতিল করে দিয়ে আওরঙ্গজেবের আইন প্রতিষ্ঠা হল।

শেক্সপীয়ারের কালজয়ী 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে রোমের শাসক সীজারকে যখন হত্যা করা হচ্ছে, তখন হত্যাকারীদের মধ্যে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ ব্রুটাসকে দেখে সীজারের সেই বিখ্যাত উক্তি, 'Brutus, Thou too?' (ব্রুটাস, শেষ পর্যন্ত তুমিও ?) যে আইন আদালত সংবিধানের উপর হিন্দুদের এত ভরসা (মুসলমানরা তো এদেশের আইনকে শ্রদ্ধা করে না, কারণ আল্লার দেওয়া শরীয়ত-ই তাদের কাছে একমাত্র পবিত্র), কলকাতা হাইকোর্টের এই হিন্দুঘাতক রায় দেখে বলতে হয় --- "Hon'ble Calcutta High Court, Thou too?"

মাদানির বিবি লস্কর-ই-তৈবার এজেন্ট

কেরালায় সিপিএম নেতৃত্বাধীন বাম মোর্চার সরকার। আর সেখানে বিরোধীপক্ষ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ.ডি.এফ.। উভয়পক্ষ মিলে ১৫-৩-২০০৬ তারিখে বিধানসভায় একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব পাস করে। দুই বিরোধীপক্ষের এমন মিলন কে ঘটালো? আব্দুল নাসির

আব্দুল নাসির মাদানি

মাদানি। ১৯৯৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পাশের রাজ্য তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর শহরে এই মাদানি এক ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল লালকৃষ্ণ আদবানিকে মারার জন্য। আদবানি মঞ্চে আসতে ১৫ মিঃ দেরি হওয়ায় বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ ভারতে সর্বপ্রথম এতবড় এই বিস্ফোরণে ৫৮ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং ২৫০ জন আহত হয়েছিল। মাদানি ধরা পড়ে এবং বিচারে জেলে ছিল। মাদানির মূল বাড়ী কেরালায়। তাই কেরালা বিধানসভার ডান বাম সকল বিধায়করা এক হয়ে প্রস্তাব পাস করে যে, মাদানি অসুস্থ, সে দীর্ঘ ৭ বছর কোয়েম্বাটুর সেন্ট্রাল জেলে আছে। কেন্দ্র সরকার যেন হস্তক্ষেপ করে মাদানিকে প্যারোলে মুক্তি দেয়। সত্যি সত্যিই কংগ্রেস সিপিএমের প্রচেষ্টায় মাদানিকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। গত ১৮ই ডিসেম্বর ওই কেসেই মাদ্রাজ হাইকোর্ট ১৭জন মুসলিমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সাজা দিয়েছে।

কিন্তু ওই জঙ্গী মাদানি ছাড়া পেয়েও একই কাজে লিপ্ত আছে। সদ্য তার বিবি সুফিয়া মাদানিকে কেরালা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যোগাযোগ থাকার জন্য। জেরাতে সুফিয়া স্বীকার করেছে যে লস্কর-এর দক্ষিণ ভারতের প্রধান টি. নাজির-এর তার যোগাযোগ আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কেরালা বিধানসভার সমস্ত বিধায়কই এক দেশদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীর সমর্থক। উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মুসলিম ভোট। কেরলে বর্তমানে ২৭ শতাংশ মুসলমান। অনেকে বলেন সব মুসলমানই সন্ত্রাসবাদী নয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, মুসলমান সন্ত্রাসবাদী দেশদ্রোহী অপরাধীর প্রতি অধিকাংশ মুসলমানেরই সমর্থন ও সহানুভূতি আছে। তাই তো কেরালার সব দলের বিধায়কদেরই এত মাদানি প্রীতি। এই রাজনৈতিক নেতারা দেশ রক্ষা করবে? ***[সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া; ১৯-১২-২০০৯]***

প্রথম পাতার শেষাংশ

কচুয়ায় কালীমন্দির অপবিত্র....

মুখার্জী এই কাজকে কোন পাগলের কাজ বলে ঘটনাটিকে থানায় লঘু করে দেওয়ার অপচেষ্টা করেন। হিন্দুরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। মন্দিরের জনপ্রিয়তার জন্য সব রাজনৈতিক দলের নেতারা এসে ভক্তদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানায়। পুলিশও শুধু ফাঁকা আশ্বাস দিয়ে চলেছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের ধরার কোন চেষ্টা করছে না। এলাকা দ্রুত মুসলমানের দখলে চলে যাচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যেই কচুয়ার বিখ্যাত লোকনাথ ধাম হবে কাশ্মীরের অমরনাথের মত মুসলমানদের পয়সা কামানোর একটি মাধ্যম মাত্র। হিন্দুদের কোন প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সেখানে থাকবে না।

ভারতবর্ষ কি স্বাধীন রাষ্ট্র?

এককথায় উত্তর— "না"।

কারণ- স্বাধীন রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকদের জন্য আইন ব্যবস্থা থাকে একই প্রকার। কিন্তু তা ভারতবর্ষে নেই।

সদ্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল কলকাতা হাইকোর্টের গত ১৬-ই ডিসেম্বর প্রদান করা এক ভয়ংকর হিন্দু স্বার্থ বিরোধী রায়ে। ১৫ বছরের নাবালিকা হিন্দু কন্যা অনিতা রায়-এর অপহরণকারী শাহিদুলের আগাম জামিন মঞ্জুর করে দুই বিচারপতির দেওয়া এই অদ্ভুত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের আইনের যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তাহা দ্বিচারিতায় পরিপূর্ণ এবং হিন্দুস্বার্থ বিরোধী। আমার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ—

১। হিন্দু পিতা ভারতীয় আইনে (হিন্দু আইনে নয়) কন্যার ১৮ বছর না হলে বিয়ে দিতে পারে না। দিলে দণ্ডনীয় অপরাধ।

২। এই ক্ষেত্রে হিন্দু পিতাকে রোধক সময় (Quarantine Period) মানতে যেয়ে খেসারত দিতে হল।

৩। হিন্দু পিতা তার নাবালিকা কন্যাকে রক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল।

৪। যে আজ হিন্দুত্বের সব কিছুই বহন করছে, মুহূর্তেই তার হিন্দুত্বের সব কিছু ধুয়ে মুছে গেল।

৫। ভারতে হিন্দু জনবিন্যাস ক্ষতিগ্রস্ত হল।

৬। হিন্দু সিকুলার পন্থীরা অর্থাৎ খয়ের খাঁ পন্থীরা মুসলমান স্বার্থ রক্ষায় সদা আগ্রহী। হাজার বছর ধরে মার খেয়েও চেতনাহীন।

১। মুসলমানরা ভারতীয় আইন মানতে বাধ্য নয়। তারা শরীয়তি আইন (অভারতীয়) মতে মেয়ের ১৫ বছর হলেই বিয়ে দিতে পারে।

২। মুসলমানরা রোধক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ফায়দা লুণ্ঠন করল।

৩। মুসলমানরা নাবালিকা কন্যার উপর নিয়ন্ত্রণ অধিকার অক্লেশে নিয়ে নিল।

৪। সরকার ছলে বলে কৌশলে মুসলমান ধর্মান্তরকরণকে আইনি শীলমোহর দিল।

৫। ভারতের আইন মুসলমানদের বিন্যাসকে খরতর হতে সাহায্য করল।

৬। মুসলমানরা কখনও সিকুলার হয় না। জন্মলগ্ন থেকে তারা জেহাদী, কাফের নির্মূল করা, নিপাত করা তাদের ধর্ম। হিন্দু খয়ের খাঁরা তা ন্যায় বলে মনে করে।

রিজওয়ানুর-এর যখন বিতর্কিত কারণে মৃত্যু হল তখন খয়েরখাঁ জনগণ কেঁদে আকুল হল। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় লেখালেখি হয়েই চলেছে। অশোক তোদি ও তার আত্মীয়দের ও জাঁদরেল পুলিশ অফিসারদের মাথার উপর করাল আইনি খাঁড়া দুলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ভয়ে মুসলমানদের কাছে নতজানু।

অথচ— (ক) বহরমপুরের শৈলেন্দ্র প্রসাদ বহরমপুরেরই এক মহিলাকে বিবাহ করল, আর (খ) জম্মুতে এক হিন্দুকে এক মুসলমান মহিলা বিবাহ করল।

উভয় ক্ষেত্রে বহরমপুর ও কাশ্মীরে শরীয়ত মতে এক দিনে বিচার শেষ করে তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হল—ইহার জন্য খয়ের খাঁ হিন্দুদের মধ্যে, ভারতের আইন ব্যবস্থায়, সংবাদ মাধ্যমে কোন হেলদোল নেই।

ওড়িষ্যায় গ্রাহাম স্টেইনস্‌কে জনগণ খুন করলে দারা সিংকে মূল আসামী করে দণ্ডিত করা হল। অথচ ওড়িষ্যায় স্বামী লক্ষ্মণানন্দকে যারা হত্যা করল তাদের কোন বিচার হল কিনা তা জানা যাচ্ছে না। সেখানের মূল আসামী পর্য্যন্ত নির্ণীত হয়নি। হিন্দুরা নীরব, এক ফোঁটা অশ্রুজল তারা ব্যয় করেনি।

সমান্তরাল মুসলমান বিচার ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট বিরক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ২৭.৩.০৬ তারিখে জানতে চায়, শরীয়তি আইন ভারতের আইনি ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, ইহার সত্যতা কতদূর? ইহার উত্তরে তদানীন্তন অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল নেপাল সুব্রমনিয়াম্ বলেন- তাই নাকি! রাজ্যগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে চার সপ্তাহের মধ্যে তথ্য জমা দেব। এই তথ্য জমা পড়েছে বলে জানা নেই।

সবাই যাহা জানে ভারত সরকার তাহা জানে না। রাজা কর্ণেন পশ্যতি। ভারত সরকার মনে হয় কানেও কালা। ভারতে আজ হিন্দুরা তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর পরাধীন নাগরিক।

বারিদ বরণ গুহ, বেহালা

ভারতের লজ্জা দিনহাটা

তপন কুমার ঘোষ

মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বোধবুদ্ধি বিচার বিবেচনা সব লোপ পেয়েছে। না হলে কোচবিহার জেলার দিনহাটা নামে ছোট্ট শহরটা এরকম নির্বোধের মত আচরণ করতে পারে? দিনহাটাতে কি সাধারণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একটা মানুষও নেই? গত ৬-ই ডিসেম্বর দিনহাটায় এসেছিল দিনহাটার 'ঘরের ছেলে' পেয়ারাদা। বয়স তার মাত্র ৭৯। এবছর ১ ফেব্রুয়ারী তার বয়স ৮০ হবে। এবার এল সে ৩৪ বছর পর। তাই সে তার বাল্যকালের দিনহাটাকে দেখতে যতটা ব্যাকুল, তার থেকেও অনেক বেশী ব্যাকুল দিনহাটার মানুষ তাদের ঘরের ছেলে 'পেয়ারাদা'কে দেখতে। সংবাদপত্র থেকে (দৈনিক স্টেটসম্যান ঃ ৭-১২-২০০৯) কয়েকটা লাইন দুঃখের সঙ্গে উদ্ধৃত করছি। ''পুলিশী বেষ্টনীর মধ্যে শত শত মানুষের অভিনন্দন গ্রহণ করে প্রবেশ করেন ঘরের ছেলে পেয়ারাদা। গাড়ি থেকে নামতেই তাকে ঘিরে ধরে সাংবাদিকরা। তখন বাড়ীর টানে পেয়ারাদাকে দেখতে কৌতুহলী অপেক্ষমান জনতা। সকলেই উদগ্রীব। এরপর বাড়ির উঠোনে তৈরী মঞ্চে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন এরশাদ। সেইসঙ্গে অভিনন্দন জানান সমবেত জনসাধারণকে।..... সরকারীভাবে না হলেও পুলিশ ঘেরাটোপেই এরশাদ বাড়িতে আসেন। এরই মধ্যে জনতার বাঁধভাঙা উল্লাস আছড়ে পড়ে 'পেয়ারাদা'কে দেখার জন্য। মূল সড়ক দিয়ে আসার সময় অপেক্ষমান মানুষের দিকে হাত নাড়িয়ে তাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন এরশাদ।'' এরপর আবার ঐ পত্রিকাটির সাংবাদিক মহামূর্খ সুভাষ মণ্ডল লিখেছেন, ''ভিড়ে ঠাসা সাংবাদিক বৈঠকে দিনহাটার গর্ব বাংলাদেশে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।''

এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, 'ঘরের ছেলে পেয়ারাদা' ব্যক্তিটি কে? তার নাম হচ্ছে হুসেইন মহম্মদ এরশাদ। বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান এবং রাষ্ট্রপতি। তার বাড়ী ছিল এই দিনহাটাতে। এখনো আছে। জন্ম যদিও তার মামারবাড়ী রংপুরে ১৯৩০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী, (তখন তো রংপুরটা ভারতেই ছিল) ছোটবেলাটা তার এই দিনহাটাতেই কেটেছে। এখানকার স্কুল থেকেই সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। তারপর পবিত্র ভূমির (পাক্-ই-স্তান) আহ্বানে সে তার পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। দিনহাটার কোন মানুষের এতটা বিদ্যা নেই যে তারা জানবে, ইসলামী শাস্ত্রে একে বলে মোহাজির বা মুজাহিদিন। যেমন মুশারফ্ মোহাজির, তেমনি এরশাদও মোহাজির। এদের কাছে নিজ পরিবারের থেকেও বড় তাদের মজ্হব্-এর (ধর্ম) আহ্বান। নিজ মাতৃভূমি, পিতৃভূমি, জন্মভূমির থেকেও বেশী প্রিয় দারুল ইসলাম, অর্থাৎ ইসলাম শাসিত স্থান। তাই এরা ১৯৪৭ সালে এই না-পাক্ স্থান কাফেরভূমি ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল।

মোহাজির মুশারফ্ ভারতের পিছনে কি কি বাঁশ দিয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম কারগিল, তা

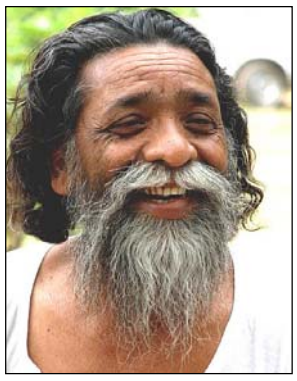

শিবু সোরেন

হোসেন মহম্মদ এরশাদ

তসলিমা নাসরীন

সকলেই জানে। এরশাদের অপকীর্তির কথাও গোটা বিশ্বের শিক্ষিত সচেতন মানুষেরা জানে। কিন্তু দিনহাটায় বোধহয় এরকম কোন শিক্ষিত সচেতন মানুষ নেই। যে বাংলাদেশকে আমরা বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীন করেছি সেই বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে, কলমের এক আঁচড়ে সেখানকার দেড় কোটি হিন্দুকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে, হিন্দুর নাগরিক অধিকার ছিনিয়ে নেয় তাদেরকে সেখানে মৌলবাদী মুসলমানের বৈধ শিকারে পরিণত করে দিয়েছে দিনহাটার এই ঘরের ছেলে পেয়ারাদা ওরফে এরশাদ, ১৯৮৮ সালে। বাংলাদেশকে সাংবিধানিকভাবে মৌলবাদী ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করে দিয়েছে এই পেয়ারাদা। হিন্দুদেরকে সেখানে সাংবিধানিকভাবে 'জিম্মি'তে পরিণত করেছে সে। আর আজ সে বলছে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে তার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরী করতে তার অবদান তো অসীম। এই এরশাদ যদি 'দিনহাটার গর্ব' হয় তাহলে দিনহাটা ভারতের লজ্জা।

১৯৪৭ সালে এরশাদ নিজে চলে গিয়েছিল পাকিস্তানে। কিন্তু তার ঘরবাড়ী, ভাইরা থাকল ভারতে, দিনহাটায়। তার সম্পত্তি সযত্নে রক্ষিত হল এখানে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশ থেকে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলে এসেছে, অথচ তাদের পরিবারের অন্যরা সেখানে আছে, সেই চলে আসা হিন্দুর সম্পত্তিকে ওরা 'শত্রু সম্পত্তি' ঘোষণা করে দখল করেছে। এমনকি হিন্দুর বাড়ীর ভিতরে ঢুকে ঘর দখল করেছে—তাদের কোন ভাই ভারতে চলে এসেছে, সুতরাং তার ঘরটা শত্রু সম্পত্তি--- এই অজুহাতে। তখন সেই পরিবারের অন্যদেরকে বাড়ীর মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে কানাকড়ির দামে ঐ মুসলমানদের কাছে বাড়ী বিক্রি করে চলে আসতে হয়েছে। ওপার থেকে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে চলে আসা হিন্দুরা ওদের কাছে 'শত্রু'। আর এপার থেকে ধর্মীয় উন্মাদনায় পাকিস্তানে চলে যাওয়া এরশাদ হল দিনহাটার 'ঘরের ছেলে', পেয়ারের 'পেয়ারাদা', 'দিনহাটার গর্ব'। এই দিনহাটার অর্ধেক লোকই তো ওপার থেকে লাথি খেয়ে চলে আসা রিফিউজী, তাদের এই আদিখ্যেতা দেখে সেই শিবপ্রসাদ রায়ের কথাই মনে হয়—এদের দিব্যজ্ঞান আছে কাণ্ডজ্ঞান নেই। এদেরকে আর একবার রিফিউজী হওয়ার হাত থেকে স্বয়ং গোবিন্দও বাঁচাতে পারবেন না। এই দিনহাটার রিফিউজীরা নিজেদের সম্পত্তি বাংলাদেশে মুসলমানের হাতে তুলে দিয়ে এসে এপারে এরশাদের সম্পত্তি রক্ষা করার মহান দায়িত্ব পালন করেছে।

পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, মৃত কমল গুহের পুত্র উদয়ন গুহ পায়ে হাত দিয়ে এরশাদকে প্রণাম করেন। এই কমল গুহরা হচ্ছেন রাজনৈতিক অসৎ ব্যক্তি। দেশভক্ত নেতাজী সুভাষের নাম ভাঙিয়ে এরা নেতাজীকে 'তোজোর কুকুর', 'কুইস্লিং', 'জাপানী কুত্তা' প্রভৃতি অসংখ্য অকথ্য গালিগালাজ করা দেশদ্রোহী বৃটিশের এজেন্ট কমুনিষ্টদের সঙ্গে গঁটাছড়া বেঁধে চলে শুধু ক্ষমতা মধু খাওয়ার জন্য। এই কমল গুহরা নেতাজীর ছবি টাঙিয়ে (ভাঙিয়ে) নেতাজীর দলটাকে কলিমুদ্দিন সামস্দের হাতে তুলে দিয়েছে, যে কলিমুদ্দিন সামস্ হাজার হাজার অবৈধ বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীকে রেশনকার্ড, ভোটার কার্ড করিয়ে দিয়েছে। এই দলেরই আর একজন কুখ্যাত নেতা উলুবেড়িয়ার এম এল এ রবীন ঘোষ পাঁচ হাজার মুসলমান নিয়ে উলুবেড়িয়া স্টেশনে জোর করে বম্বে মেল থামিয়ে মহারাষ্ট্র পুলিশের হাত থেকে ১০০ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে ছিনিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। এই রবীন ঘোষ, কমল গুহদের জন্য কোন আইন নেই, কোর্ট নেই। আইন আদালত কোর্ট সবকিছু আছে শুধু হিন্দু সংগঠনের কর্মীদের পিছনে বাঁশ দেওয়ার জন্য। এই কমল গুহই দিনহাটাতে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রচারসভা চলাকালীন আর এস এস প্রচারক শ্রী মনমোহন রায়ের হাত থেকে মাইক কেড়ে নিয়েছিলেন। এদের দলটা আজ নেতাজীর নামের কলঙ্ক। এদের দলটা আজ মুসলিম লীগের থেকেও বেশী হিন্দুর ক্ষতিসাধনকারী। সুতরাং, সেই কমল গুহের ছেলে উদয়ন গুহ যে এরশাদকে নিয়ে আদিখ্যেতা করবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? আশ্চর্য্য হচ্ছে দিনহাটার সাধারণ মানুষের আচরণ।

তারা কেউ এরশাদকে জুতো ছুঁড়ল না, একটা মুর্দাবাদ শ্লোগান দিল না, ধিক্কার জানালো না। এমনকি ভিড়ে ঠাসা সাংবাদিক বৈঠকে কেউ এ প্রশ্নটুকুও করল না যে, 'এরশাদ সাহেব, আপনি কেন বাংলাদেশের সংবিধানকে দুমড়ে মুচড়ে দেশটাকে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার দিকে ঠেলে দিলেন?' কেউ এ প্রশ্ন করল না যে, 'আপনি তো সেনাপ্রধান থাকাকালীন গায়ের জোরে ওদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, ভোটে নির্বাচিত হয়ে নয়। সুতরাং অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন হওয়া স্বৈরতন্ত্রী শাসক হিসাবে সংবিধানকে পরিবর্তন করার নৈতিক অধিকার আপনার ছিল না। তবু এই অপকর্ম করে হিন্দুদের এত বড় সর্বনাশ আপনি কেন করলেন?' 'আপনার এই কুকীর্তির সংশোধন হতে বাংলাদেশের কতদিন লাগবে? আদৌ কোনদিন এর সংশোধন হবে কি?'

আবার একবার আসা যাক এরশাদের সফরের বিবরণে। খবরে প্রকাশ যে এরশাদের সঙ্গে এসেছে তার নয় বছরের পুত্র এরিক। এই ছোট্ট সংবাদকণা থেকে কারো মনে কোন প্রশ্ন জাগে না? এরশাদের এখন বয়স ৭৯ বছর ৯ মাস। তার ৯ বছরের পুত্র এরিক। অর্থাৎ এরিকের জন্মের সময় এরশাদের বয়স ছিল ৭০ বছর ৯ মাস, অর্থাৎ প্রায় ৭১ বছর। সুতরাং, এরশাদ ৭১ বছর বয়সেও সন্তানের জন্ম দিয়ে নিষ্ঠা সহকারে ইসলামের সেবা করে চলেছে। এদিকে কোন দিনহাটাবাসীর নজর পড়েছে কি? এরই পরিণাম আজ দিনহাটা ব্লকে (১+২) মুসলমানের সংখ্যা ৩৪.৫৪ শতাংশ, কোচবিহার জেলায় ২৪.২৪ শতাংশ এবং পাশের আসামের ধুবড়ী জেলায় ৭৫ শতাংশ। এ পরিসংখ্যানও ভারতের সেন্সাস দফতরের ২০০১ সালের। বর্তমানে ঐ সংখ্যাগুলো অনেকটা বেড়ে গিয়েছে একথা একটা শিশুও বোঝে। এরপর দিনহাটাবাসী হিন্দুরা দিনহাটায় থাকতে পারবেন তো?

হায় আমার পশ্চিমবঙ্গ। একটা দেশকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া, হিন্দুর মুখে লাথি মারা, এক স্বৈরতন্ত্রী মৌলবাদী ধর্মান্ধ ইসলামিক শাসকের জন্য এরাজ্যে ফুলের তোড়া, নলেন গুড়ের সন্দেশ, জয়ধ্বনি, পা ছুঁয়ে প্রণাম, সাংবাদিক সম্মেলন। আর সেদেশে সংখ্যালঘুর অধিকারের জন্য লড়াই করা নির্যাতিত বিতাড়িত এক নারী লেখিকার জন্য ঘাড়ধাক্কা। তার নাম তসলিমা নাসরিন। ধন্য আমাদের বাঙালীর প্রগতিশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা! এই ধর্মনিরপেক্ষতা এতদিন ছিল ভণ্ডামি। আজ দিনহাটার লোকের আচরণ দেখে মনে হয়, এ আর ভণ্ডামি নেই। এ এখন রোগে পরিণত হয়েছে। তাই সেকুলার-রা এখন Sick-u-lar-এ পরিণত। এই রোগীদের থেকে 'ছিকুলার'দের থেকে সাবধান থাকতে হবে। এ রোগ এড্স-এর মত ভয়ংকর। যাকে ধরবে, সে মরবেই। অন্যদেরকে এই ঘৃণ্য 'ছিকুলারিজম্' রোগ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই রোগ হলে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। হিতাহিত বোধ শূন্য হয়। স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যায়। এমনকি নিজের মা-বোন-পত্নীর ধর্ষণের মত স্মৃতিও ভুলে যায়। তাই এই মানসিক-বৌদ্ধিক এড্স রোগাক্রান্ত ছিকুলারদেরকে সমাজে isolate করতে হবে, তবেই আমাদের সমাজ বাঁচবে।

একটু ধান ভানতে শিবের গীত গাই। ঝাড়খণ্ডে সদ্য হয়ে যাওয়া নির্বাচনের ফল হল-হাং-এসেম্বলি। অর্থাৎ কোন দলই সরকার গড়ার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এই অবস্থায় বিজেপি শিবু সোরেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গড়ল। এই শিবু সোরেন একসময় আদিবাসীদের গুরুজি, পরবর্তীকালে একাধিক খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত, যাবজ্জীবন

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

খেলার মাঠ দখল
আদিবাসীদের করুণ আবেদন

বিষয় ঃ— আদিবাসীদের ফুটবল খেলার মাঠের উপর দিয়ে জোর করে বিনা অনুমতিতে খাল কাটা হচ্ছে ও আদিবাসীদের শায়েস্তা করে দেবে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আবেদন।

মহাশয়,

আপনার সমীপে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে আমরা দেবীতলা গ্রামবাসীবৃন্দ। গ্রাম— দেবীতলা আদিবাসী পাড়া, পোঃ— ধুতুরদহ, থানা— মিনাখাঁ, জেলা— উঃ ২৪ পরগণা। আমাদের ফুটবল খেলার মাঠে আজ থেকে ৩০/৩৫ বছর যাবৎ আমরা আদিবাসীরা মাঠে খেলাধুলা করছি। আমরা দরিদ্র আদিবাসী নিরীহ ভীতু মানুষ। কোনরকম ভাবে আমরা খুব কষ্ট করে আদিবাসীদের জমি নিয়ে খেলার মাঠ আমরা তৈরি করেছি।

গত ১৮/১২/০৯ তারিখ শুক্রবার সকাল ৮টা সময় ১। সিরাজ মোল্লা, পিতা— মাজেদ মোল্লা ২। লতিফ মোল্লা, পিতা— লবাব মোল্লা, গ্রাম— গোয়ালদহ, পোঃ— ধুতুরদহ, থানা—মিনাখাঁ, জেলা— উঃ ২৪ পরগণা। ১। সিরাজ মোল্লা ২। লাতিফ মোল্লার নেতৃত্বে প্রায় ২৫/৩০ জন গোয়ালদহ গ্রামবাসীদেরকে নিয়ে জোর করে বিনা অনুমতিতে ফুটবল খেলার মাঠের উপর দিয়ে জল নিকাশের খাল কাটা হচ্ছে। আমরা গ্রামবাসী যখন প্রতিবাদ করতে গেলাম সেই সময়ে বিভিন্ন গালিগালা ঝগড়া আশান্তি হওয়ার পরেও তারা জোর করে খাল কেটে দিয়েছে। আর হুমকি দেয় বেশী বাড়াবাড়ি করলে ফুটবল খেলার মাঠ তারা জোর করে নিয়ে নেবে। এর আগে অনেকবার তারা খেলার মাঠ দখল করার চেষ্টা করেছিল।

এতএব মহাশয় যাতে উক্ত ভয়ংকর হুমকিদাতা ব্যক্তিরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় এবং নিরীহ আদিবাসীরা স্বাধীনভাবে মাঠে খেলাধূলা করতে পারি তার জন্য করুণ প্রার্থনা করছি।

ইতি,
বিনীত—
কিনু সরদার

তাং— ১৮/১২/০৯

ও দেবীতলা গ্রামের ৭৩ জন আদিবাসীর টিপসই সহ গণস্বাক্ষর

২৬-২৭ ডিসেম্বর কলকাতা মুধঁড়া ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত হিন্দু সংহতির বার্ষিক বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন শ্রী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রী মন্থন আর্য, শ্রী পান্নালাল পাল, শ্রী বারিদবরণ গুহ, শ্রী তপন ঘোষ।

বেড়াচাঁপায় হিন্দুরা যেমন আছে

গত ৩০ডিসেঃ সন্ধ্যায় বেড়াচাঁপা চৌরাস্তায় একটি দুর্ঘটনায় একজন মুসলিম লরি চাপা পড়ে মারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাশের মুসলিমপ্রধান নন্দীপাড়া থেকে হাজারেরও বেশী মুসলিম এসে বেড়াচাঁপা মোড়ের ফুটপাতের উপর দোকানগুলি ভাঙচুর ও লুঠ করতে থাকে। অজুহাত, ঐ দোকানগুলির জন্য জ্যামের জন্য এই দুর্ঘটনা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ঐ রাস্তার উপরেই মুসলিম দোকানগুলি তারা স্পর্শ করে না। যে হিন্দুরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা মুসলিমের হাতে প্রচণ্ড মার খায়। বহু হিন্দু আহত হয়। বিশাল র‍্যাফ বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দেয়। হিন্দুদের সাহস হয়নি থানায় গিয়ে ডায়েরী করার। দেগঙ্গা থানায় মজুত বিশাল পুলিশ বাহিনীর ভরসাতেই হিন্দুরা বেঁচে আছে। দেগঙ্গা ব্লকে এখন মুসলমান ৭২% হিন্দু ২৮% ।

তৃতীয় পাতার শেষাংশ

কারাদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত (পরে দিল্লী হাইকোর্ট থেকে মুক্ত), ১৯৯২ সালে নরসিংহ রাও সরকারকে বাঁচানোর জন্য ঘুস নেওয়ায় অভিযুক্ত। একজন সার্বিক দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক। বিজেপি এর বিরুদ্ধে অনেক চিৎকার করেছে। আজ তারই হাত ধরে ঝাড়খণ্ডে সরকার গঠন করায় বিজেপি আদর্শহীনতা, ক্ষমতালোভ ও সুবিধাবাদের বদনামে অভিযুক্ত। অভিযোগে সঠিক। বিজেপি নীতিভ্রষ্ট। কিন্তু তবু আমি অন্ততঃ এই বিষয়টাতে বিজেপিকে দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাব না। কারণ, বিজেপি যদি দুর্নীতিপরায়ণ ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার হাত ধরে সরকার না গড়ত, তাহলে কি দুর্নীতিমুক্ত কেউ সরকার গড়ত? তা তো হত না। কারণ, দুর্নীতিমুক্ত তো কোন দলই নয়। কোন না কোন দুর্নীতিযুক্ত দল বা দলসমূহই সরকার গড়বে। তাদের মধ্যে বিজেপি-ই গড়েছে। কোন সৎ দলকে বঞ্চিৎ করে সে গড়েনি।

আমি বিষয়টা অন্যভাবে চিন্তা করি। শিবু সোরেন দুর্নীতিপরায়ণ। সুতরাং সে ত্যাজ্য। তার হাত ধরব না। কিন্তু তার সঙ্গে তো ১৮ জন নির্বাচিত বিধায়ক আছে। তারাও কি পরিত্যাজ্য? তারা দুর্নীতিগ্রস্ত শিবু সোরেনের সঙ্গে আছে বলে তারাও কোন না কোনভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। সুতরাং তাদেরকেও ত্যাগ করলাম। কিন্তু তাদেরকে ভোটে জিতিয়েছে যে বিপুল জনসাধারণ! তাদেরকেও বাদ দেব? ত্যাগ করব? শিবু সোরেনের হাত ধরে সরকার না হয় না গড়লাম। পার্টির নীতি বা স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বজায় রাখলাম। কিন্তু শিবু সোরেনের সমর্থক এই বিপুল জনতাকে নিয়ে কি কবর? এখানেই ছিল একটি জাতীয়তাবাদী বা দেশভক্ত রাজনৈতিক দলের প্রকৃত ভূমিকা। সাধারণ মানুষকে সঠিক রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা, সঠিক চেতনায় সচেতন করা। পরাধীন ভারতে তিলক, মালব্য, লাজপত রায়, বিপিন পাল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, নেতাজী এবং সর্বশেষ গান্ধী পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ করেছিলেন। তখন মানুষের শিক্ষার হার অনেক কম থাকা সত্ত্বেও ওঁদের প্রচেষ্টার ফল ফলেছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারত শুরু হল নেহেরুর যুগ দিয়ে। আপাদমস্তক ভণ্ডামি, চাতুরি, ক্ষমতালোলুপতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, ভণ্ড আন্তর্জাতিকতা ও দেশপ্রেমহীনতা ছিল নেহেরুর বৈশিষ্ট্য। (এইরকম ভণ্ডকে ক্ষমতার শীর্ষে বসানোর পাপের দায় সর্বাংশে গান্ধীর, সঙ্গে চক্রান্ত মাউন্টব্যাটেনের)। রাজনীতিতে এই আদর্শহীনতা রুখতে গিয়েই আম্বেদকর মন্ত্রীসভা ত্যাগ করলেন, আর শ্যামাপ্রসাদ প্রাণ দিলেন। এই রাজনৈতিক আদর্শহীনতা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যই দূরদ্রষ্টা গুরুজী গোলওয়ালকর, শ্যামাপ্রসাদ, দীনদয়াল উপাধ্যায়, বলরাজ মাধোকরা মিলে তৈরী করলেন ভারতীয় জনসংঘ। গুরুজীর দূরদৃষ্টি, সংঘের যোজনা ও শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে তৈরী হওয়া এই দলটার উদ্দেশ্যে শুধু ক্ষমতা দখল করে দেশের কল্যাণ করা ছিল না। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষকে সঠিক রাজনৈতিক চেতনা দেওয়া, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা ও সুনাগরিক হিসাবে জাতীয় কর্তব্য পালনে অনুপ্রাণিত করা। যতদিন দীনদয়াল উপাধ্যায় বেঁচে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত দল ঐ পথেই ছিল। কিন্তু ১৯৬৮ সালে তাঁর মৃত্যুর (হত্যা) পর থেকেই এই দলটাও সেই গতানুগতিক প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিল। জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষিত ও সচেতন করার কঠিন কাজ ছেড়ে দিয়ে ক্ষমতাদখলের সহজ ও আপোষ করা পথে চলে গেল। আজ যে কোন মানুষ চাল, চেহারা আর চরিত্রে কংগ্রেস ও বিজেপি-র মধ্যে কোন তফাৎ দেখতে পায় না। বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি ৫০০ কোটি টাকার মালিক। **[সূত্র ঃ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা, ০৪ জানুয়ারী '১০ সংখ্যা]**

এর পরিণাম! আজ দেশের মানুষকে দেশভক্তি শেখানোর জন্য, জাতীয় কর্তব্য শেখানোর জন্য, দেশ ও জাতির ভালমন্দ বোঝানোর জন্য, শত্রুমিত্র চেনানোর জন্য কোন দল নেই, কোন সংস্থা নেই। একমাত্র সংগঠন আর এস এস ছিল। তাও আজকে সাধারণ মানুষের চোখে বিজেপির সঙ্গে এমনভাবে একাকার হয়ে গিয়েছে যে আর এস এসের সৎ শিক্ষাও মানুষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ঊর্ধ্বে আছে বলে ভাবতে পারে না।

এবার ধান ভানা আর শিবের গীতকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করি। রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব ও জাতীয় স্বার্থের ভালমন্দ বোধের এই অভাবের পরিণামই হল আজকের দিনহাটা ও ঝাড়খণ্ড। জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার এই দায়িত্ব কে পালন করবে?

একটু চোখ খোলা রাখলেই বোঝা যায় যে আজ জনশিক্ষার, সে শিক্ষাই হোক বা কুশিক্ষাই হোক বা অপশিক্ষাই হোক, একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে মিডিয়া। অর্থাৎ খবরের কাগজ ও টিভি চ্যানেল। মিডিয়া যদি জনস্বার্থের কোন বিষয়কে হাতে নিল, তো মানুষ জাগল। কিছু করল। আর মিডিয়া হাতে নিল না, এরকম হাজার হাজার বিষয়ে জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ চরম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার কোন প্রতিকার হল না। এখন জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবলে তো মিডিয়ার চলবেনা, তাকে ব্যবসা করে খেতে হবে। সুতরাং এই মিডিয়ার কেরামতিতেই রুচিকার ধর্ষনকারী রাঠোরকে জেলে যেতে হয়, রিজওয়ানুর কেসে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে বরখাস্ত হতে হয়, আবার আটক আত্মীয়স্বজনের কান্না দেখিয়ে নরপশু জেহাদী মাসুদ আজহারকে কান্দাহারে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। এই মিডিয়ার কেরামতিতেই হাবাগোবা রাহুল গান্ধী আজ বিজ্ঞ প্রতিভাবান কংগ্রেসী নেতায় পরিণত, আর মানবতার শত্রু ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে তসলিমা নাসরীনের অসমসাহসিক লড়াইয়ের কথা মানুষ জানতে পারে না, তাই তার প্রতি সামান্য সহানুভূতিটুকুও নির্মাণ হয় না। জনশিক্ষার এই বড় মাধ্যম মিডিয়া চালায় কারা? না, ওইসব উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত সাংবাদিক বা এডিটর বা অ্যাঙ্কর-রা চালায় না। এইসব মিডিয়াকে চালায় তাদের মালিকরা। তারাই ঠিক করে দেয় কোনটা হাইলাইট করা হবে, আর কোন্‌টা চেপে দিতে হবে হবে। সুতরাং এই কয়েকজন মালিককে (কত হবে—বড়জোর ২০০, যারা ট্রেন্ড সেটার) হাত করলেই তো এই বিশাল দেশের মানুষের মতিগতি একদিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। এই মালিকদের অনেক টাকা। এরাই আজ দেশের জনশিক্ষার মালিক। এদেরকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে একমাত্র রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ক্ষমতা দিয়ে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর হাতেও অনেক টাকা। তারাও অনেক মিডিয়া চালায়। বিপুল এই টাকার খেলায় ১১২ কোটি মানুষকে কে দেবে দেশপ্রেমের শিক্ষা, জাতীয় কর্তব্যবোধের শিক্ষা! তাই আজ এন. ডি. তেওয়ারি, শিবু সোরেন, লালু যাদব, রাজীব প্রতাপ রুডি (গোয়ার হোটেলে ২-লাখ টাকার বিল বাকী রেখে চলে আসে), বাবুভাই কাটারিয়া (গুজরাতের বিজেপি এম. পি, ৩০ লাখ টাকা নিয়ে অন্য মহিলাকে নিজের স্ত্রী বলে বিদেশে পাচার করছিল)— এদের মত ভ্রষ্ট নেতারা জনতার ভোটে জিতে আসে। এই শিক্ষার অভাবেই দিনহাটার মানুষের এইরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ। আইন আদালত দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনেতাদের বড়জোর একটু আধটু শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু জনশিক্ষার কোন শর্টকার্ট নেই। এ দায়িত্ব কাউকে না কাউকে নিতেই হবে।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com